৩০-০৯-১৭ প্রাত: মুরলী ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা - নিজেরা মিলেমিশে এই কলিযুগী দুনিয়ার দুঃখের বোঝাকে সরাতে হবে, বাবাকে স্মরণের পুণ্য করতে হবে ।"

প্রশ্ন :- জ্ঞানের অবিনাশী প্রালব্ধ থাকা সত্ত্বেও কোনো কোনো বাচ্চার পূণ্যের খাতা জমা হওয়ার পরিবর্তে কেন শেষ হয়ে যায় ?

উত্তর :- কেননা পুণ্য করতে করতেই তারই মাঝে তারা পাপ করে ফেলে । 'জ্ঞানী তু আত্মা' হয়েও সঙ্গদোষে এসে কোনো পাপ করলে সেই পাপের কারণে কৃত পূণ্যের খাতা শেষ হয়ে যায় ।
২) বাবার হয়ে কাম বিকারের চোট খেলে, বাবার হাত ছাড়লে তারা আগের থেকেও অধিক পাপ আত্মা হয়ে যায় । তাদের কুল কলঙ্কিত বলা হয় । তারা অনেক বেশী শাস্তির ভাগী হয়ে যায় । সদ্গুরুর নিন্দা করানোর কারণে কোথাও তাদের স্থান হয় না ।

ওম্ শান্তি । রুহানী বাবা রুহানী বাচ্চাদের সাথে আন্তরিক কথোপকথন (রুহ-রিহান) করছেন । এ তো আত্মারাই জানে যে আমাদের একজনই বেহদের বাবা, এ তো বাচ্চারা বুঝেই গেছে । লক্ষ্য হলো - মুক্তি আর জীবন মুক্তির । মুক্তির জন্য স্মরণের যাত্রা জরুরী আর জীবন মুক্তির জন্য এই এই রচনার আদি - মধ্য এবং অন্তকে জানা জরুরী । এখন এই দুইই সহজ । এই সৃষ্টির আর ৮৪ জন্মের এই চক্র ঘুরতে থাকে । এ কথা বাচ্চারা তোমাদের বুদ্ধিতে থাকা উচিত । এখন আমাদের এই ৮৪ জন্মের চক্র সম্পূর্ণ হয়ে এসেছে । এখন আমাদের ঘরে ফিরে যেতে হবে । এখন তো কেউই ফিরে যেতে পারবে না কারণ সবাই পাপ আত্মা । পাপ আত্মারা মুক্তি আর জীবনমুক্তিতে যেতে পারবে না । নিজের মনে এমন এমন বিচারই করতে হবে । যে করবে, সে-ই পাবে আর খুশীতে থাকবে তথা অন্যদেরও খুশীতে রাখবে । বাচ্চারা তোমাদের কৃপা বা দয়া করতে হবে .....সবাইকে রাস্তা বলে দেওয়ার .....বুঝতে হবে তোমাদের আত্মা সতোপ্রধান থেকে তমোপ্রধান হয়ে গেছে ....এই কারণে ফিরে যেতে পারে না । মানুষ ডাকতেও থাকে হে পতিত - পাবন, বাচ্চারা জানে যে এখন পুরুষোত্তম সঙ্গম যুগ । এও কারো ভালোভাবে মনে থাকে কারো আবার মনে থাকে না । মুহূর্তেই ভুলে যায় । কিন্তু তোমাদের যদি সঙ্গম যুগ স্মরণে থাকে তাহলে খুশীর পারদ চড়তে থাকবে । শিক্ষক রূপে বাবাকে স্মরণে রাখলেও খুশীর পারদ চড়তে থাকবে । কারো বড় বিঘ্ন আসে কারো আবার ছোটো বিঘ্ন । বিঘ্ন তো আসেই । কেউ কেউ ওপরে গিয়ে আবার নীচে এসে যায় । কারো অবস্থা খুব ভালো হলে মনে স্থান পায় আবার নীচে এসে গেলে কামাই কমে যায় , যেমন দুনিয়াতে দান পুণ্য করার কারণে মানুষ পুণ্য আত্মা হয় । আবার পুণ্য করতে করতে পাপ করতে শুরু করলে পাপ আত্মা হয়ে যায় । বাবাকে স্মরণ করলেই তোমাদের পুণ্য হবে । এই স্মরণের দ্বারাই তোমাদের আত্মা পুণ্য হয় । তাই যদি বাবাকে ভুলে যাও, অন্যের সঙ্গ হয়ে যায় তাহলে অনেক পাপ করার কারণে যা কিছু পুণ্য করেছ সব শেষ হয়ে যায় । বোঝো ....আজ যদি দান পুণ্য করে, সেন্টার খোলে, কাল আবার মুখ ফিরিয়ে নেয় তখন আগের থেকেও বেশী নেমে যায় কেননা পাপ করে ফেলে, তাই না । তখন সেই খাতা জমার বদলে খরচ হয়ে যায় । আগে কতই না সেবা করত, বলার নয়। তারপর একদম পড়ে যায় । বিয়ে করে নেয় । আগের থেকেও খারাপ হয়ে যায় । পাপ করার ফলে সেই পাপের বোঝা চড়তে থাকে । এ হল লাভ আর ক্ষতির হিসেব কিন্তু এই বিষয়কেও কোনো বুঝদারই বুঝবে । পাপও কম বা বেশী হয় । কাম হলো সবথেকে বড় , ক্রোধ দ্বিতীয়, লোভ তার থেকে কম, মোহ তার

থেকেও কম । নম্বর অনুযায়ী হয় । কামের চোট খাওয়ার ফলে লাভের পরিবর্তে লোকসান হয়ে যায়, কারণ সদ্গুরুর নিন্দা করালে তার আর কোথাও স্থান হয় না । সে মন থেকে নেমে যাবে । বাবার হয়ে বাবাকে ছেড়ে দিলে তার কর্মের ওপরও প্রভাব পড়ে । এর কারণ কি ? চলতে পারল না । বেশিরভাগ এই কামের চোটই বেশী হয় । এটাই হল প্রধান শত্রু । কবে শুনেছ যে ক্রোধের কুশপুত্তলিকা দাহ করা হয় । না তা হয় না । কামীদের বানানো হয় । তাদের রাবণ মনে করা হয় । বাবা বলেন ...কামের ওপর জয়লাভ করলেই জগতজিত হতে পারবে । সম্পূর্ণ হেরে বসে আছে তাই জিতের বদলে হার হয়ে যায় । বাবাকে ডাকতে থাকে .... হে পতিত পাবন এসো, কামে খুব পীড়িত হই । তারপর বলে বাবা, মুখে চুনকালি লাগিয়ে দিয়েছে । বাবা বলেন ...তোমরা তো কুলের কলঙ্ক । ক্রোধ বা মোহের জন্য এমন বলবে না । সমস্ত কিছুই কামের ওপর । ডাকতেও থাকে ...হে পতিত পাবন এসো । বাবা এসেছেন তবুও পতিত হলে বাবা কি বলবেন । সাধু - সন্ত ইত্যাদি ডাকতে থাকে ....হে পতিত পাবন এসো । অর্থ কেউই বোঝে না । কেউ কেউ আবার মানে যে হ্যাঁ তিনি আসবেন যিনি নতুন দুনিয়া স্থাপন করবেন । কিন্তু অনেক লম্বা সময় দেওয়ার ফলে ঘোর অন্ধকারে পড়ে গেছে । জ্ঞান আর অজ্ঞান দুইই আছে তাই না । বাবা বোঝান যে ভক্তিতে তোমরা যার পূজা করো, তাঁকে জানোই না তাহলে সেই ভক্তি কোন্ কাজের ? না জানার কারণে যা কিছুই করো তা নিষ্ফল হয়ে যায় । মানুষ ভাবে যে দান - পুণ্য করলে ফল পাওয়া যায় । কিন্তু সে হলো অল্পকালের জন্য, কাক - বিষ্ঠার সমান সুখ । সন্ন্যাসীরাও বলে থাকে যে দুনিয়াতে যে সুখ পাওয়া যায় তা কাক বিষ্ঠার সমান, বাকি সমস্তই দুঃখ আর দুঃখ । বাবা বলেন যে মামেকম্ (আমাকে) স্মরণ করো তাহলেই তোমাদের সব দুঃখ দূর হয়ে যাবে । বিচার করো যে তোমরা কতক্ষণ স্মরণ করো । যাতে পুরানো হিসাব শেষ হয়ে যেতে পারে আর নতুন জমা হতে পারে । যে যত খুশী জমা করতে পারে, এতে ধন ইত্যাদির কোনো কথাই নেই । এ হলো পাপ কি করে মিটবে ? মূল বিষয় হলো পবিত্র হওয়ার । এমন ভেবো না যে বাবাকে লিখে দিলেই জন্ম - জন্মান্তরের হিসেব শেষ হয়ে যাবে । জন্ম - জন্মান্তরের পাপের বোঝা তো অনেক । সেইসব দূর হয় না । এই জন্মে যা করেছ তা হালকা হয় । বাকি তো অনেক পরিশ্রম করতে হবে । যত স্মরণে থাকবে তত পাপের বোঝা হালকা হতে থাকবে । কোনো কোনো বাচ্চা অনেক পরিশ্রম করে । বহু মানুষকে পথ বলে দেয় । ৮৪ জন্মের চক্র বুঝিয়ে বলে । এই জন্মের হিসেবকে তোমরাই জানো । হিসেব করো কতো যোগবল আছে, আমাদের কখন জন্ম হবে ? সত্যযুগ আদিতে কি হতে পারবে ? যারা অনেক পুরুষার্থ করবে তারাই সত্যযুগ আদিতে জন্ম নিতে পারবে । সে থোড়াই লুকানো থাকবে । এমন ভেবো না যে সবাই সত্যযুগে আসবে । কেউ তো শেষের দিকে এসে অল্পকিছু জ্ঞান নিয়ে নেয় । যারা অনেক বেশী কামাই করে তারা তাড়াতাড়ি আসে । কম কামাই করলে দেরী করে আসে তাই বাবাকে তো খুব স্মরণ করা চাই আর এ হলো খুবই সহজ । যে খুব ভালোভাবে স্মরণ করবে তার খুশী থাকবে । আমরা খুব তাড়াতাড়ি নতুন দুনিয়াতে আসবো । রাজা হতে গেলে প্রজাও তো তৈরী করতে হবে । প্রজা না বানালে রাজা কি করে হবে ? কেউ সেন্টার খোলে । তার তো অনেক কামাই হয় । লাভ হলে ২ - ৩ টি সেন্টারও খুলে ফেলে । সেন্টার তো বাবাও খুলতেন । যারা (সেবা) করে তাদের হিসাবও (জমার) এর মধ্যে এসে যায় । তোমরা সকলে মিলে এই দুঃখের বোঝাতে দূর করো । অনেককে সাথে পাবে । কারণ হিসেবও সবারই এসে যায় । যত পরিশ্রম করবে ততই উঁচু পদ পাবে । তার খুশীও অনেক হবে । দেখা হয় যে -- কতোজনের উদ্ধার করেছ । সেবা খুব ভালো করতে থাকে । মাম্মাকে উদাহরণ স্বরূপ দেখানো হয় । মাম্মা অনেক ভালো সেবা করেছিলেন তাই তাঁর কতো কল্যাণ হয়েছে । মুখ্য বিষয় হলো সেবার । যোগও তো একধরনের সেবা । নির্দেশও মিলতে থাকে । কিভাবে স্মরণ করবে । এই বিন্দুর

রহস্যও বাবা এখন বুঝিয়েছেন । ভবিষ্যতে তিনি আরো শোনাবেন । দিন প্রতিদিন উন্নতি হতে থাকবে । পয়েন্টসও তোমরা পাও, খুব শক্তও কিছু নয় । আবার সহজও নয় । যারা এই সেবায় তৎপর, তারা চট্ করে পয়েন্টস ধরে ফেলে । যারা সেবাকাজ করে না তাদের বুদ্ধিতে কিছুই বসে না । বিন্দু - বিন্দু বলতে থাকে কিন্তু কিভাবে সেই বিন্দুকে স্মরণ করবে, কিভাবে বিন্দুকে দেখবে, এ খুবই সহজ কথা । কোনো বিন্দুকে সামনে রেখে থোড়াই স্মরণ করতে হবে । এ তো বোঝার কথা । আত্মা কতো ছোটো বিন্দু । আত্মার নাম, রূপ, দেশ, কাল কেউই বলতে পারে না । পরমাত্মার সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করে -- তাঁর নাম, রূপ, দেশ, কাল কি ? অবুঝ মানুষ না আত্মাকে জানে, না পরমাত্মাকে । এখানেও এমন আছে যারা সম্পূর্ণ ভাবে জানে না কেবল বাবা - বাবা করতে থাকে । কোথায় জ্ঞান ধারণ করে ? কোনো সেবাই করে না । কেবল খেতেই থাকে । যেমন সন্ন্যাসীদের মধ্যেও অবধূত থাকে, যারা কিছুই করে না কিন্তু খেতে থাকে । বাকি সন্ন্যাস ধারণ করেছে, বিকার মুক্ত হয়েছে, এও কম কথা নয় । সন্ন্যাসীদের ধর্ম হলো আলাদা । এই জ্ঞান হল বাচ্চারা, তোমাদের জন্য ।

বাবা বোঝান যে তোমরা পবিত্র পবিত্র ছিলে, এখন অপবিত্র হয়ে গেছ । তোমরাই ৮৪ জন্মের চক্র সম্পূর্ণ করেছো । এই কথাও মানুষ বুঝতে পারে না । ভক্তি সম্পূর্ণ আলাদা এবং জ্ঞান সম্পূর্ণ আলাদা । রাত - দিনের তফাত । তোমরা জানো যে আমাদের পুরুষার্থের দ্বারা লক্ষ্মী - নারায়ণের তুল্য হতে হবে তাই এই শ্রীমতে সম্পূর্ণ চলতে হবে । পরিশ্রম তো আছেই । বাকি এই রোগ - ভোগ তো চলতেই থাকবে । এই নিদর্শন অন্ত অবধি চলতেই থাকবে । এরপর সব হারিয়ে যাবে, তারপর কোনো দুঃখই আর থাকবে না । বাবাকে বলাই হয় দুঃখহর্তা আর সুখকর্তা, হে উদ্ধারকর্তা, দয়া করো,তখনই সব দুঃখ থেকে মুক্ত হয়ে যায় । দুঃখেই মানুষ অনেক স্মরণ করে । হে প্রভু, হে রাম, দুঃখের সময় সকলেই বলবে - ভগবানকে স্মরণ করো । কিন্তু ভগবান কে - সেই কথা কেউ জানে না । কেবল বলবে - গড ফাদারকে স্মরণ করো । খুদাকে স্মরণ করো । তোমরা তো খুব ভালো করে জানো যে তিনি আমাদের বাবা । বাবাই শেখান, নিজেকে আত্মা মনে করে আমাকে স্মরণ করো । ভক্তিমার্গে এমন কথা কি কখনো বলবে যে নিজেকে আত্মা মনে করে বাবাকে স্মরণ করো । না এমন বলবে না । কতো প্রকারের অগণিত ভক্তি আছে । জ্ঞান হল এক । মানুষ ভাবে যে ভক্তির দ্বারাই ভগবানকে পাওয়া যাবে । ভক্তি কবে থেকে শুরু হয়েছে আর কারা সবথেকে বেশী ভক্তি করেছে ? এ কেউই জানে না । টানা ৪০ হাজার বছর কি ভক্তি করতে থাকবে ? কত পর্যন্ত ভক্তি করবে ? এখন তোমরা জানো যে এতো পর্যন্ত ভক্তি চলে আর এত পর্যন্ত জ্ঞান চলে । ভক্তরা জানে না, তাই তাদের জানানোর জন্য এত প্রদর্শনী ইত্যাদি করা হয় । এই প্রদর্শনীর থেকেও কোটির মধ্যে কয়েকজনকে পাওয়া যায় । ভবিষ্যতে আরো অনেককে পাওয়া যাবে । এখানেও কত মানুষ আসে । তোমরা কত অল্প, যারা প্রকৃত ব্রাহ্মণ এবং পবিত্র থাকো, যারা অনিয়মিত তারা আসবে । কিন্তু এই হিসেবও বের করা যায় না যে প্রকৃত ব্রাহ্মণ কজন ? অনেক মেকিও আছে । ব্রাহ্মণদের কাজই হলো কথা শোনানো । বাবাও তো কথাই শোনাতেন । তোমাদেরও কথা শোনাতে হবে । যেমন বাবা তেমন বাচ্চারা । বাচ্চাদের কাজই হলো গীতা শোনানো । কিন্তু সবাই কোথায় শোনায় ? তোমরা জানো যে জ্ঞানের পুস্তক হলো একমাত্র গীতা । এই হলো সর্বশাস্ত্র শিরোমণি, এতেই সব আছে । গীতা হলো আমাদের মা - বাবা । বাবা এসেই সবার সদ্গতি করেন । এও লিখতে পারো যে শিববাবার জয়ন্তী হলো হীরে তুল্য । বাকি সকলের জয়ন্তী হলো কড়িতুল্য । বাবাকে তো সবাই স্মরণ করে । কলিযুগী মানুষরা সত্যযুগী দেবতাদের পূজা করে । তাদের এমন কে বানায় ? এক বাবা । তবে এও তারাই বুঝবে যারা খুব ভালোভাবে এই জ্ঞানকে বুঝতে পারবে । সঠিকভাবে কেউ বোঝায় না ।

বাবা বলেন আমার কোনো কোনো বাচ্চা নতুন পৃথিবী গড়ার পরিবর্তে ধ্বংসের কারণ হবে । মহারথী, ঘোড়সওয়ার, পেয়াদা সবাই তো আছে । তাহলে পেয়াদারা কি করবে ? তারা লেখাপড়া জানাদের সামনে মাথা নত করবে । আর যারা মাথা নত করবে না, পড়বে না বা পড়াবে না তাদের কি বলা হবে ? উট পাখি । আচ্ছা ।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণ - ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত । রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) বাবা হলেন বিন্দু, এই বিষয়টিকে যথার্থ মনে করে বাবাকে স্মরণ করতে হবে । বিন্দু - বিন্দু বলে দ্বিধাগ্রস্থ হয়ে যেও না । সেবায় তৎপর থাকতে হবে ।

২) প্রকৃত গীতা শুনতে আর শোনাতে হবে । প্রকৃত ব্রাহ্মণ হওয়ার জন্য পবিত্র থাকতে হবে । নিয়ম করে অবশ্যই পাঠ পড়তে হবে ।

বরদান :- নিজের শ্রেষ্ঠ কর্মরূপী দর্পণের দ্বারা ব্রহ্মা বাবার কর্মের দর্শন করিয়ে বাবার সমান হও ।

এক একজন ব্রাহ্মণ আত্মা, শ্রেষ্ঠ আত্মা প্রতিটি কর্মে হলে ব্রহ্মা বাবার কর্মের দর্পণ । ব্রহ্মা বাবার কর্ম যেন তোমার কর্মে দর্পণ হয়ে দেখা যায় । যে বাচ্চা এতটা অ্যাটেনশন রেখে প্রতিটা কর্ম করে, তার চলন, বলন, ওঠা, বসা সবই ব্রহ্মা বাবার সমান হয় । প্রতি কর্মই তার বরদানযোগ্য হবে, মুখ থেকে সর্বদা বরদানই বের হবে । তখন সাধারণ কর্মেও বিশেষত্ব দেখা যাবে । তাই এই সার্টিফিকেট নিলেই বলা হবে বাবার সমান ।

স্লোগান :- অব্যক্ত স্থিতির অনুভব করতে হলে বহির্মুখিতা ছেড়ে অন্তর্মুখী একান্তবাসী হও ।